মুক্তির বীণা

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

বৃদ্ধ বারেক সাহেব বিধমা মেয়ে রাণীকে বলছেন, "শুনছিস কিছু? অনেকে অনেক কিছু বলছে তোর নামে।"

"নিন্দেবাদই তো বাঙ্গালীর অসাফল্যের কারণ, সেই কারণটাকে পাত্তা দিলে ওটা সমাজেরবুকে শিকড় গেড়ে বসবো। আমরা ওটি হতে দেবো না। কেউ নিন্দে করে করুক, আমরা আমাদের কাজ করবোই।" বলিষ্ঠ দৃঢ় কণ্ঠ রীণার।

"মানুষ নিয়েই সমাজ, তাই মানুষো কথাকে পাত্তা দিতেই হবে মা।" বাপের ঝাঁঝালো কণ্ঠ।

"সমাজের অনেকের মধ্যে আমিও একজন। আমার কথাও সমাজকে শুনতে হবে বাবা।" দৃঢ়তায় অবিচল রীণা।

"তোর যতো খেয়ালী কথা।"

"খেয়ালী নয় বাবা। এই সমাজের মানুষগুলো তখন কোথায় ছিল যখন আমার সামনে স্বামী খুন হলো হানাদার সিপাহীর গুলিতে? আমরা অসহায় তাই লাঞ্ছিত হলাম। যার হানাদার পশুর সাথে মিতালী করলো, তারা সুখ কিনলো, নিশ্চিত জীবন পেল।" কান্না ভেজা কণ্ঠ।

"শোন মা, কিছু লোক সব সময় সুবিধে করে নিতে পারে। জানে জীবন গড়ার কৌশল।"

"এই মুষ্টিমেয় কিছু লোকই জাতীয় জীবনের দুষ্ট ক্ষত। বাবা, অসহায়ের ইজ্জত ও জীবনের বিনিময়ে পায়ো স্বাধীনতা যখন এলো এরাই সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ নোনা করে দিল। শুধু আমরা নই বাবা, আমাদের মতো অনেকেই অসহায় হলো, ভাত কাপড়ের জন্য পাগল হলো, কচু ঘেচু অখাদ্য খেলো, কলাপাতা দিয়ে ইজ্জত ঢাকলো, লাশের কাফন চুরি করলো মানুষ। রাস্তায় বেরুলেই পায়ে লাশ ঠেকলো জাতীয় নৈতিকতার অধঃপতন আনলো যারা তখন সমাজ কোথায় ছিলো বলত বাবা? তখন কি অনেকের অবস্থা উন্নরত হয়নি?" মেয়ের কথা শুনতে শুনতে সিগারেট দ্রুত টানা দিচ্ছেন রাবেক সাহেব।

"তবু মা, সমাজকে মেনে চলতে হবে। যে ধনী হবার সে হবেই, নিয়তি তাকে টেনে নেবেই ধনের রাজ্যে।" শান্ত স্বরের দুর্বল উক্তি বারেকসাহেবের।

অদৃষ্টবাদা আজকে অচল বাবা। অদৃষ্ট জেনে, সমাজ মেনে, শোক বুকে চেপে চুপটি কবরে থাকলেই যদি আমার বাঁচার চাহিদা পূরণ হয়, দবে চুপটি করে থাকবো। তাতো হবার কথা নয় বাবা, তোমার আয়ে কুলোয় না। তোমার সংসারে ছেলে মেয়ে দুটি নিয়ে বোঝা হয়ে বসে াকলে ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার গুহাময়। আমাদের চেয়ে অসহায় যারা তাদের কথা ভাবো।"

"তাদের এবং সবার জন্য কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। এটা তুই পত্রিকার করতে পারবি না মা।"

"কে বললো আমি একা? তুমি অযথা লোকের কথায় কান দিওনা বাবা। আমরা অসহায় একদল নারী নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। এতে সমাজের ক্ষতি নয়, বরং সমাজের

উন্নতি। তবুও কেন কিছু লোক আমাদের পিছু লেগেছে? আমাদের অগ্রগতিকে পিছু টানতে চায় তারা। কেন বুঝিনা আমাদের অগ্রগতি মানে তো জাতীয় স্বনির্ভরতা।"

"যখন তখন যেখানে যেখানে যাসনে মা। তাতেই....।"

কথা শেষ হবার আগেই রীনা আর্তনাদ করে উঠে, "বাবা?" আমরা ধনপতিদের বা কুচক্রীদের শিকার হতে চাইনে বাবা। আমরা চাই শ্রম দিতে, সাধনা দিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে, জাতিকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছি মাত্র। নিন্দেবাদের মৃত্যু আমরা ঘটাবোই। নিন্দেবাদই হলো সকল অগ্রগতির শত্রু। দুষ্টের হাতিয়ার সকল রটনা অগ্রাহ্য করে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছুবোই।" সংকল্পে কঠোর রীনা।

"তা কি পারবি মা? যে বড়ো কঠিন পথ।" বৃদ্ধ বাপের শংশয়ভরা কাঁপা কণ্ঠ।

"আমরা স্বনির্ভর হবো বলে অনেকের ভয়। তাই নানা ছুঁতোয় আমাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করতে চাইছে। চক্রান্তির জালে ধরা দিওনা বাবা মিনতিভরা কণ্ঠ রীনার।

"যা ভাল বুঝিস কর মা, তবে একটু সাবধানে চলিস।"

চিরন্তন পিতৃ উপদেশ উপেক্ষা করে ততোক্ষণে চিরন্তন বাঙ্গালী মা সনাতন মুর্তিতে এসে পড়লো– তুমি তো যা ভালো বুঝিস বলেই শেষ, কিন্তু দশ জনের কথায় জবাব আমাকেই দিতে হয়।"

"না, তুমি কারো কথায় জবাব দিও না। কেই কিছু বললে আমাকে দেখিয়ে দিও।" রীনার বলিষ্ঠ কণ্ঠে দৃঢ়তার প্রকাশ।

"এতো ভালো ভালো বর আসছে বিয়ে থা করে সংসার কর। তোর সুখ দেখে বুক জুড়ায় মা।"

"না। চুপ কর এই কথা আর বলো না। অসহিষ্ণু প্রতিবাদ রীনার কণ্ঠে।

"কেন আর দশটি মেয়ের কি তোর মতো হয়নি? তারা কি বিয়ে করে সংসার পাতেনি? মায়ের পালটা প্রশ্ন।

"কে কি করলো বুঝি না, আমি ঐ সংসার-টংসার করতে পারবো না বলে দিলাম।"

"কেন তুমি পারবে না?" মা রেগেছে তাই তুই থেমে তুমি সম্বোধন চলছে।

আমার অনেক কাজ। কাজ ফুরাবার আগেই নিজে ফুরিয়ে যাবো বলে ভয় হয় তাই এ সবের কথা বলোনা। কাতর আবেদন।

"এমনি সন্ন্যাসিনী হয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে জীবন কাটাবি।"

"তাই দোয়া করো মা। বস্তিতে জীবন লুকিয়ে আছে। আর আছে তোমার আমার সুখি বমৃদ্ধি নিরাপত্তা লুকিয়ে মা।"

"সে আবার কেমন কথারে বড় আপা?" জানতে চাইলো ছোট্ট বোন শীমা। সদস্য যৌবনে পাদ দেয়া ডিগ্রীধারী বেকার শীমার আত্মসম্মান টনটনে, জ্ঞানের জাহাজ।

"আমার কথা কি ভাল লাগবে?"

"তবু বলো না, ভালো লাগতেও তো পারে আপা।"

"চোখ াকতে অন্ধ যারা তাদের দেখানো যায় না। '৭১ সালের নয় মাসের বিভীষিকাময় সময়টিতে অনাহার অর্ধাহার অপুষ্টির শিকার হয়ে জন্মেছে শত শত শিশু। সেই বিভীষিকাময় দিনের ছোবলে আজও বস্তিতে বস্তিতে জন্মাচ্ছে শত শত অকেজো শিশু। রুগ্ন ভাবী বংশধর যা

রোধ করতে না পারলে জাতীয় বিপর্যয় অনিবার্য। তাই আমরা বস্তির ঘরে ঘরেওদের কাছে যাই। ছোট পরিবার গঠনে সাহায্য করে তথা সবল জাতি গঠনে সরকারকে সাহায্য করছি মাত্র।"

"থাম থাম আপা। নারী সমাবেশে এগুলো বলিসত, বেশ নাম করবি বলে দিলাম।" "নারী সমাবেশের প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি তোর মতো একে একে দশ হয়। তাই একজনকে বুঝানা আমাদের কাজ, কেউ পাগল ভাবলে ভাবুক।" চোট বোন শীলাকে আগ্রহ ভরা আহবান রীনার।

"আপা। তোদের সমিতি, যৌথ বিপণী, এসব কেমন চলছে?"

"ওসব ঠিকই চলছে দেখিস না আজকাল মা'র থেকে হাত খরচ নেই না। বরং মাকে কিছু কিছু দিতে পারিবে" শান্ত নিশীথ পুর্ণতার প্রকাশ রীনার কণ্ঠে।

"কে চালাচ্ছে তোমাদের এই সব?"

"লোকের তো আমাদের অভাব নেই। আমার মতো কতো ভাগ্যহীনা আছে দলে তাদের কেউ এটা ওটা দেখে, এই করে মোটামুটি প্রতিষ্ঠার পথে।"

"যাক আমাদের কথা। তোর চাকুরীর কি হলোরে?" প্রসঙ্গ বদলায় রীনা।

"নাহ্, হলো আর কই? যেখানেই যাই নেয়া হয়ে গেছে। কবে কখন নিলেন জিজ্ঞেসা করলে বলে যে কাজ চরছিলো তাকেই নেওয়া হয়েছে।"

"তবে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন? ওটাতো আত্মরক্ষার কবচ বুঝলিনা।" বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে সীমা।

"চাকুরীর চেস্টা ছাড়া আয় আমাদের সাথে কাজ করবি" বললো রীনা।

"কিন্তু তোদের যে কেউ কেউ নিন্দে করে।" সংশয় ভারা জিজ্ঞাসা।

"নিন্দে করে করুক, ভারো কাজের প্রথমে নিন্দে হয়। তীব্র প্রতিরোধ ভেদ করেই জগতে ইসলামের সাপল্য সুনিশ্চিত হয়। আশায় উজ্জ্বল কণ্ঠ।

"কিন্তু আপা" সংশয় আর দ্বধা সীমার কণ্ঠে।

"কোন কিন্তু নেই। প্রয়োজন যেখানে সুবিশাল যেখানে গুটি কয়ে স্বাথান্বেষীর দুর্বল ব্যর্থ চেস্টার অপমৃত্যু অনিবার্য।" দৃঢ় গাঢ় কণ্ঠ রীনার।

"তোর মনোবল দেখলে অবাক হতে হয় রে আপা।" বলে সীমা।

"একদিন জাতীয় জীবনের উপলব্ধির আঙ্গিনায় আমাদের বীণা বাজবেই। আমার দীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ রীনার।

শীমার মনে হলো এদের সাফল্য সুনিশ্চিত। তাই ঠিক করলো এদের সাথে কাজ করবে।

"আপা আমাকে, চাকরীটা দিবি? আমি তোদের সাথে থাকতে চাই।"

সত্যি?" বিস্ময়ে, আনন্দে, রীনা শীমাকে বুকে টেনে নিলো আর উপলব্ধি করলো সাফল্য এগিয়ে আসছে, যার গতি ধীর, মন্থর, তবে নিশ্চিত।

শামসুন্নাহার পরান, চেয়ারম্যান, ঘাসফুল (এন.জি.ও), পশ্চিম মাদারবাড়ী, চাটগাঁ

লেখিকা পরিচিতিঃ

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ আধুনিক বাংলাদেশের নারীসমাজে একজন বেগম রোকেয়া। তার জন্ম রংপুরের পায়রাবন্দে নয়, তিনি কুমিলাতে জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের প্রায় সর্বাংশ অতিবাহিত করেছেন চট্টগ্রামের খেটে খাওয়া জনতার সংস্পর্শে। সমাজে উপেক্ষিত ও নিগ্রীহিত জনতার পাশে দাঁড়াতে তিনি 'ঘাসফুল' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'পরান-আপা' নামে তাঁকে চট্টগ্রামের সুশীল সমাজের সকলেই চেনেন। তিনি আমাদের কর্ণফুলী'র একজন নিয়মিত পাঠক এবং শুভাকাঙ্খী। তিনি কর্ণফুলী'র জন্যে নিয়মিত লিখবেন, সে প্রতিশ্রুতিতে তাবৎ বিশ্বে আমাদের পাঠকদের জন্যে চট্ জলদি পাঠিয়ে দিলেন জীবনভিত্তিক এক গুচ্ছ ছোট গল্প। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে তাঁর অপ্রকাশিত এ গল্পগুলো ছাপবো। পড়ে সুধী পাঠকদের কেমন লাগলো জানালে আমাদের ভালো লাগবে।